

## আশুতোষ - বাংলার শিক্ষাজগতের বাঘ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়<sup>1</sup>

উনবিংশ শতাব্দীতে বংগজননী রত্নপ্রসবা ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কাজী নজরুল - ভারতের মনীষীদের তালিকায় উজ্জ্বলতম নামগুলি বাংলার সন্তানদের । উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রভায় যেমন সাময়িক আড়াল পড়ে অন্যান্য নক্ষত্রেরা, তেমনি এক বাংলা মায়ের সন্তান হলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী (১৮৬৪ - ১৯২৪) ।

সচ্ছল পরিবারের মেধাবী সন্তান আশুতোষ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলি অনায়াসে লাভ করেন । অসাধারণ মেধা, বিশেষত গণিতের প্রতি আশুতোষের অদম্য অনুরাগ প্রায় কিংবদন্তী ছিল । প্রায় সকল পরীক্ষাতেই জলপানি ও বৃত্তি পাওয়া আশুতোষের অভ্যাস ছিল । ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় M. A. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান পান । প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ আশুতোষ প্রত্যাখান করেন । মাত্র ৩৮ বছর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন । ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন ।

আশুতোষ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া । M. A. পড়ানো হোত বিভিন্ন কলেজে । আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলেছিলেন । পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগগুলি চালু করতে যথেষ্ট সরকারী অনুদান না পাওয়ায় আশুতোষ বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিদের কাছে আর্থিক সাহায্য নিয়ে বিভাগগুলি চালু করেন । তাঁর আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন দর্শনাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, প্রাচ্যবিদ দেবদত্ত ভাভারকর, ভাষাবিদ জাহাঙ্গির সোরাবজী তারাপুরওয়াল, অর্থশাস্ত্রবিদ মনোহরলাল, হিন্দিশাস্ত্রী ভাগবত সহায়, কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, সিংহলী পণ্ডিত সিদ্ধার্থ, জাপানী পণ্ডিত মাসুদা, চীনা পণ্ডিত কিমুরা, রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পদার্থবিদ সি. ভি. রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ গৌরবময় সময়ের জন্যে প্রধান স্থপতি ছিলেন আশুতোষ ।

<sup>1</sup> অধ্যক্ষ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘মহামানবের সাগরতীর’ হয়েছিল । গনিতজ্ঞ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন রূপ দিতে এত আগ্রহী ছিলেন যে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব দেননি ।

তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা মানুষ আশুতোষ আজীবন কারো কাছে মাথা নত করেননি । যা বিশ্বাস করেছেন, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির জোরে তা বাস্তবে পরিণত করেছেন । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের Academic Freedom না থাকলে তার উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব নয়, ভারতীয় উচ্চশিক্ষায় এই চিন্তাধারার প্রথম প্রবক্তা আশুতোষ ১০০ বছর আগেই শিক্ষা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে রাজপুরুষদের হস্তক্ষেপে আপত্তি জানিয়েছিলেন । দুঃখের বিষয়, আজো গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরাই শিক্ষাক্ষেত্রে ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন ।

উচ্চশিক্ষার সংগে গবেষণাকে যুক্ত করা, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় M. A. পাঠক্রম চালু করা, বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা – স্যার আশুতোষের বহু মহান কীর্তির অল্প কিছু উদাহরণ । নির্ভীক মানুষটি কেরানী তৈরী করার ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থেকে গড়ে তুলেছিলেন আমাদের উচ্চশিক্ষার ভিত ।

অনাড়ম্বর অথচ বিশালদেহী মানুষটির বজ্রসম ব্যক্তিত্ব, জ্বলন্ত দৃষ্টি, মেঘডাকা কণ্ঠস্বর, একক সিদ্ধান্তে কর্মযজ্ঞ কেবল বাঘের সংগেই তুলনীয় । তবে এই বাঘের সদর্প বিচরন ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে, যার বহু সুফল আমরা পেয়েছি, আগামী দিনেও পাব ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর স্যার আশুতোষের ১৫০তম জন্মবর্ষে যে কর্মসূচী নিয়েছে, তার অংশীদার হতে পেরে আমাদের পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের কাছে কৃতজ্ঞ । আমরা বিশেষভাবে খনী বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, তিনি আমাদের প্রত্যন্ত মহাবিদ্যালয়ে এসে স্যার আশুতোষকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের সংগে পরিচিত করেছেন । আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষা অধিকর্তা এবং তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের, যাঁরা শুধু দায়িত্ব দেননি, দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা করেছেন ।